ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

আমার অনেক সিনেমা আমি নিজেই কখনো দেখিনি : শাহরুখ

c‡ 7

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'হিন্দি রাষ্ট্রভাষা নয়', অশ্বিনের মন্তব্য ঘিরে ভারতে উত্তেজনা তুঙ্গে

c‡ 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০১৯ ● কলকাতা ● ০৫ মাঘ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ১৯ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

'গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, অপরাধ করলে ছিঁড়ে যেত!' দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরই যুক্তি সঞ্জয়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আছে। এই মালা পরে অপরাধ করব?' শিয়ালদহ আদালতে দোষী সাব্যস্ত হতেই এমনই 'আজব' দাবি আর জি কর কাণ্ডের একমাত্র দোষী সঞ্জয় রায়ের। সঙ্গে তার যুক্তি, 'আমি যদি এই অপরাধ করতাম তাহলে রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে পড়ে যেত।' কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে সঞ্জয়ের স্রেফ ছেঁড়া ব্লুটুথ ইয়ার ফোন

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

'উত্তরবঙ্গের 'এনকাউন্টার ব্যাখ্যা' পুলিশকর্তা জাভেদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

পালানোর সময়েও গুলি চালিয়েছিলেন সাজ্জাক আলম। বাধ্য হয়ে পুলিশকেও গুলি চালাতে হয়। সেই সংঘর্ষেই মৃত্যু হয় পলাতক বন্দির। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে 'এনকাউন্টারে' সাজ্জাকের মৃত্যু নিয়ে এমনটাই জানালেন রাজ্যের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম। গোয়ালপোখরকাণ্ডের পর উত্তরবঙ্গে গিয়ে ডিজি রাজীব হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, দুষ্কৃতীরা যদি পুলিশের উপর একটি গুলি চালায়, পুলিশ তা হলে চারটি গুলি চালাবে। ডিজির ওই হুঁশিয়ারির পর এনকাউন্টারে সাজ্জাকের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশ মহলে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। কৌতূহলও তৈরি হয়েছে একটি বিষয় নিয়ে। তা হল— এডিজি শামিমের সাংবাদিক বৈঠক । এর আগে কবে শামিম সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন, তা পুলিশ মহলের অনেকেই মনে করতে পারছেন না। কারও কারও আবার দাবি, এডিজি আইনশৃঙ্খলা হওয়ার পর এই নিয়ে দ্বিতীয় বার সাংবাদিক বৈঠক করলেন শামিম। তাঁর পাশে ছিলেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকারও।গত বুধবার

এরপর ৩ পাতায়

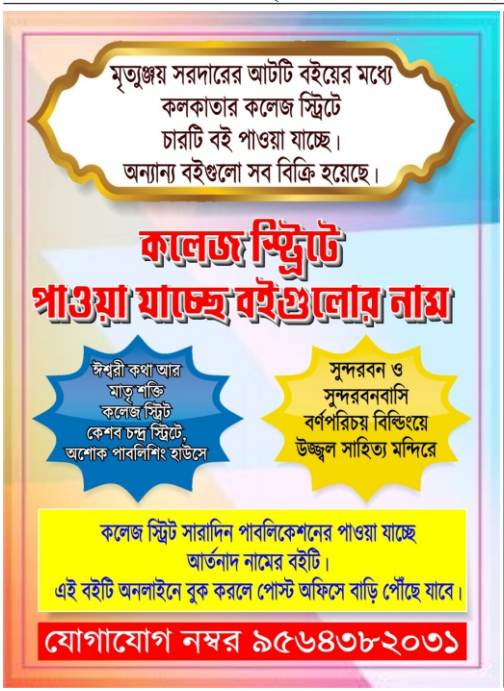

বাসন্তীতে শুরু হলো ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী টুসু মেলা !

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীর বাড়িয়াতে শুরু হলো ঐতিহ্যবাহী 'চুনাখালি অঞ্চল সুন্দরবন বিরসা মুন্ডা ও আদিবাসী টুসু মেলা। ঝুমুর নৃত্য, কাঠি নৃত্য সহ ছৌ শিল্পীদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে ৩০তম বর্ষের এই মেলার শুভ সূচনা করেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিক তথা সুন্দরবনের বিশিষ্ট সমাজসেবী বাপ্পাদিত্য নস্কর।

আদিবাসীদের মতে টুসু লৌকিক দেবী। তাঁকে কুমারী হিসাবে কল্পনা করে পুজো করা হয়। সেই কারণেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মূলত কুমারী তাঁরাই মূলত টুসু উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। যদিও টুসু উৎসব বর্তমানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। তাই এই টুসু মেলাকে কেন্দ্র করে সাজো সাজো রব বাসন্তীর বড়িয়া সহ সমগ্র চুনাখালি অঞ্চল ।আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ধামসা-মাদল। যেকোনও পরবে মহুয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে ধামসা-মাদলের ছন্দে মেতে ওঠেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। ঝুমুর গান, টুসু গানের সঙ্গে ধামসা-মাদলের ছন্দ দোলা লাগায় প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের মনেও। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়েদেরে ঐতিহ্যবহী ঝুমুর নাচের মাধ্যমে মহাসমারহে পালিত হতে দেখা গেল এই টুসু মেলা। ১৭ জানুয়ারি থেকে আরম্ভ হওয়া এই উৎসব চলবে ২২ জানুয়ারী পর্যন্ত। শুধু স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারাই নন, এই মেলায় অংশগ্রহণ করছেন অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহু মানুষও ।আর এদিনের এই মেলার উদ্বোধনের আগেই প্রথমে ভগবান বিরসা মুন্ডা ও বাসন্তী, গোসাবার উন্নয়নের কান্ডারি তথা এই মেলার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের উপস্থিত অতিথি গন। যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল সহ পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন ও ক্যালচারাল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি বিরসা তিরকে, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল মান্নান গাজী, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, সহকারী সভাপতি আতিয়ার রহমান মোল্লা, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ নুর ইলাহী গাজী, নারী শিশু ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শিখা সরদার, চুনাখালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিপালী বৈরাগী সরদার,উপ প্রধান নরেশ চন্দ্র নস্কর, শিক্ষক ও সমাজসেবী তপু মাহাতো,বিশিষ্ট সমাজসেবী কালিপদ সাউ, কৃষ্ণ চন্দ্র মাহাতো, বলাই চন্দ্র মাহাতো, হৃদয় ঘরামী, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী সহ চুনাখালী গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য সদস্যা। এই মেলার মঞ্চ থেকে এদিন বিরসা মুন্ডার জীবনী ও আদর্শ নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন ও ক্যালচারাল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি বিরসা তিরকে। সেই সঙ্গে মেলার প্রতিষ্ঠাতা তথা বাসন্তী গোসাবার রূপকার স্বর্গীয় বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের আদর্শ ও আদিবাসী সমাজের প্রতি তার অবদানের কথা সারা জীবন মনে রাখার জন্য এবং এই মেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বড়িয়ার মানুষ তথা মেলা কমিটির সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল মান্নান গাজী। আর নিলীমা মিস্ত্রী বিশাল বলেন,'তাঁর জন্য বড়িয়ার এই উন্নয়ন। ২০১১ সালের পর থেকে এই এলাকার উন্নয়নের ধারাকে তরান্বিত করে ছিলেন জয়ন্ত বাবু, এই এলাকার শিক্ষা বিস্তারে জুনিয়র হাইস্কুল থেকে হাইস্কুল নির্মান সহ মডেল স্কুল নির্মাণ করে দিয়ে ছিলেন তিনি। যেখানে আশেপাশের বেশ কয়েকটি অঞ্চল ছাড়াও ক্যানিং থেকে অনেক ছাত্র ছাত্রী পড়াশোনা করছে।আরো উন্নয়ন বাকি আছে। আমরা সবাই চেষ্টা করবো এক কালের অনুন্নত গ্রাম বড়িয়াকে এই মেলার মাধ্যমে এই এলাকার সাধারণ মানুষের দাবী উঠবে। সেগুলো বাস্তবায়ন করতে। ইতিপূর্বে রাস্তা ঘাট টিউবওয়েল থেকে অনেক কাজ করা হয়েছে। এদিনের মঞ্চ থেকে বড়িয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গনে একটি মুক্ত মঞ্চ করে দেওয়ার দাবি উঠেছে। মেলা কমিটির সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ মাঝি ও সম্পাদক দিবাকর সরদার জানিয়েছেন,আগামী ২২ শে জানুয়ারি পর্যন্ত এই মেলা চলবে, প্রতি দিন আদিবাসী কৃষ্টি কালচার বিষয়ে আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই এলাকার মানুষকে কিভাবে সমৃদ্ধ করা যায় সে বিষয়ে স্বনির্ভর দলের মহিলাদের নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। মেলা উপলক্ষে রকমারি দোকান,ফুড স্টল,সহ দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই মালি।

মমতার বিরুদ্ধে গিয়ে এনকাউন্টার করেছে পুলিশ'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

পুলিশের চাপে দুষ্কৃতী সাজ্জাক আলমের এনকাউন্টারে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। শনিবার সকালে নিজের বাড়িতে বসে এমনই দাবি করলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনি বলেন, এবারে পুলিশ পদক্ষেপ না করলে বাহিনীর মনোবল ভেঙে যেত।পুলিশের দাবি, সাজ্জাক যে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করবে তা আগে থেকেই জানত তারা। সেই মতো বিভিন্ন জায়গায় নজরদারির ব্যবস্থা হয়েছিল। শনিবার ভোরে কুয়াশার সুযোগ নিয়ে সীমান্ত পার করতে যাচ্ছিল সাজ্জাক। তখন তাকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয় পুলিশ। উলটে পুলিশকে লক্ষ্য

এরপর ৫ পাতায়

(১ম পাতার পর)

'গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, অপরাধ করলে ছিঁড়ে যেত!' দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরই যুক্তি সঞ্জয়ের

উদ্ধার হয়েছিল।এরপরই কাঠগড়ায় চিৎকার করে ওঠে সঞ্জয়। বলে, "আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। আমার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আছে। রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে এই অপরাধ করব!" তার আরও যুক্তি, "আমি যদি এই অপরাধ করতাম তাহলে রুদ্রাক্ষের মালা ছিড়ে পড়ে যেত। স্যার আপনি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যে আমাকে পুরো ফাঁসানো হচ্ছে।" যদিও তার এই যুক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে নারাজ সিবিআইয়ের আইনজীবী পার্থসারথী দত্ত। বলেন "সঞ্জয়ের কথার কোনও ভিত্তি নেই। তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।" এদিকে শিয়ালদহ আদালতের বিচারকও জানিয়েছেন সোমবার সঞ্জয়ের কথা শুনবেন। ওইদিনই আর জি কর কাণ্ডের সাজা ঘোষণা।শনিবার শিয়ালদহ আদালতের ২১১ নম্বর ঘরে বিচারক অনির্বাণ দাসের ভরা এজলাসে দোষী সাব্যস্ত হয় সঞ্জয়। এজলাসে তাকে দাঁড় করিয়ে অভিযোগের খতিয়ান পড়ে শোনান বিচারক। বলেন, "আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি ন তারিখ ভোরের দিকে এক মহিলা চিকিৎসার উপর আক্রমণ করেন। তাঁর গলা চেপে ধরেন। মুখ চেপে ধরেন। তিনি মারা যান। আপনি যৌন নির্যাতন করেছেন।" এরপর সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা ধারাগুলিও পড়ে শোনান বিচারক। জানান, "বিএনএসের ৬৪, ৬৬, ১০৩- ১-এ ধারায় আপনার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "গৃহীত সাক্ষ্য এবং সিবিআই আইনজীবীরা যা তথ্য প্রমাণ নিয়ে এসেছেন, তাতে আপনার অপরাধ প্রমাণিত। আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। ধর্ষণের অপরাধে সর্বোচ্চ ১০ বছরের জেল বা তার বেশিদিনের সাজাও হতে পারে। আপনার আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়। ৬৬ ধারায় অনুযায়ী ২৫ বছর বা তার বেশি অর্থাৎ যাবজ্জীবন পর্যন্ত সাজা হতে পারে। মনে রাখতে হবে, যাবজ্জীবন মানে কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত আপনাকে জেলে থাকতে হবে। যেভাবে আপনি গলা চেপে ধরে খুন করেছেন তাতে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডেও আপনি দণ্ডিত হতে পারেন।"

(১ম পাতার পর)

'উত্তরবঙ্গের 'এনকাউন্টার ব্যাখ্যা' পুলিশকর্তা জাভেদের

আদালত থেকে তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় দুই পুলিশকর্মীকে গুলি করে পালিয়েছিলেন একটি খুনের মামলায় বিচারাধীন বন্দি সাজ্জাক। জখম দুই পুলিশকর্মী এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই ঘটনার পর থেকেই সাজ্জাককে ধরার জন্য তৎপর হয় পুলিশ-প্রশাসন। উত্তরবঙ্গে যান রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারও। এর পর শনিবার সকালে জানা যায়, গোয়ালপোখর থানার সাহাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপুরে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পালানোর সময়ে 'পুলিশি এনকাউন্টারে' নিহত হন সাজ্জাক।ঘটনাটি নিয়ে স্বাভাবিক শোরগোল পড়ে। সেই আবহে শনিবার দুপুরে ভবানী ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ জানান, বিভিন্ন সূত্র মারফত পুলিশ জানতে পেরেছিল, সাজ্জাক বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করছেন। খবর পাওয়া মাত্রই কয়েকটি দল তৈরি করে পুলিশ। দলগুলিকে বাংলাদেশ সীমান্তের কয়েকটি পয়েন্টে পাঠানো হয়েছিল। যেমনটা ভাবা হয়েছিল, তা-ই ঘটে। সাহাপুর সীমান্ত দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিলেন সাজ্জাক। সেই সময়েই ঘটনাটি ঘটে। জাভেদ বলেন, ''সাজ্জাক আলমকে থামতে বলা হয়েছিল। পুলিশ দেখেই সে গুলি চালাতে শুরু করে। তিন-চার রাউন্ড গুলি চালায়। বাধ্য হয়ে পুলিশও গুলি চালিয়েছিল।'' জাভেদ জানিয়েছেন, পুলিশের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন সাজ্জাক। তাঁর পিঠে, গলায় এবং পায়ে গুলি লেগেছিল। কিন্তু তখনও জীবিত ছিলেন তিনি। পুলিশকর্মীরাই সাজ্জাককে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে চিকিৎসক সাজ্জাককে মৃত ঘোষণা করেন।

চোখ রাঙাচ্ছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত, ফের থমকে যাবে শীত !

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রাজ্য জুড়ে শীত পড়ুক আর না পড়ুক, কুয়াশার দাপট রয়েছে। তার উপর পৌষ মাস শেষ হতে না হতেই শুরু পশ্চিমী ঝঞ্ঝার খেলা। অর্থাৎ মাঘের শুরুতেই এবার আবহাওয়ার মোড় ঘোরাতে হাজির পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং ঘূর্ণাবর্ত। হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে আজ অর্থাৎ শনিবার এবং আগামী মঙ্গলবার উত্তর পশ্চিম ভারতে নতুন করে ঢুকবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। এবং হরিয়ানা এবং কেরলে দুটি বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করতে চলেছে। উত্তর ভারতের কাশ্মীর থেকে বিহার পর্যন্ত জেড স্ট্রিম উইন্ড। উত্তর ভারতের কিছু জেলায় শীতল দিনের পরিস্থিতি।

সিবিআই অফিসার সীমা পাহুজা আসলে কে?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শনিবার সকাল থেকেই সকলের নজর ছিল শিয়ালদা আদালতের দিকে। আরজিকর হাসপাতালের ডাক্তারি পড়ুয়া তরুণীর ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় রায় ঘোষণা হল আজ। শিয়ালদা আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস এই মামলায় সঞ্জয় রায়কেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। সোমবার তার সাজা ঘোষণা করা হবে।ঐদিন নির্ধারিত সময়ে আদালতে হাজির হয়েছিলেন বিচারক। চলে আসেন অভিযুক্তের আইনজীবীও। কিন্তু তখনও এসে উপস্থিত হননি সিবিআই-এর আইনজীবী। তাকে দেখতে না পেয়ে স্বয়ং বিচারক খোঁজ নিতে শুরু করেছিলেন। ঐদিন সিবিআইয়ের তরফে যিনি আদালতে হাজির ছিলেন তিনি নিজেকে সহকারী তদন্তকারী আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে আদালতে সিবিআই এর পক্ষ থেকে তার কিছু বলার অনুমতি আছে কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন ধৃতের আইনজীবী। এরপর সিবিআইকে ভর্ৎসনা করে ক্ষুব্ধ বিচারক বলেছিলেন, 'মামলার আইনজীবি শুনানিতে নেই। জামিন দিয়ে দেব?'আজ সকাল থেকেই সরগরম ছিল শিয়ালদা আদালত চত্বর। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়দানের দিনেও শনিবার আদালতে দেখা গেল না আরজিকার মামলায় সিবিআইয়ের প্রধান তদন্তকারী আধিকারিক সীমা পাহুজাকে । যা নিয়ে ইতিমধ্যে সিবিআই-এর অন্য আধিকারিকদের মধ্যে শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও এই বিষয়ে সহকারীরা কোন মন্তব্য করতে চাননি। এমনকি সীমা দেবী কোথায় আছেন তাও কেউ জানেন না বলেই জানিয়েছেন। তবে এই হাইপ্রোফাইল সিবিআই আধিকারিকের আসল পরিচয় হয়তো জানেন না অনেকেই।

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

আরজি কর রায়ের পরে কুণাল, কী বললেন সুকান্ত- শুভেন্দু?

তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রায় ঘোষণা করেছে শিয়ালদা আদালত। সেই রায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সঞ্জয় রায়কে। আগামী সোমবার রায় রায় ঘোষণা করা হবে। এদিকে শিয়ালদা আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন বহু মানুষ। তারপরেও তদন্ত নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। নাগরিক সমাজ থেকে জুনিয়র ডাক্তাররা এই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন।জুনিয়র ডাক্তাররা ইতিমধ্যে মিছিল বের করেছেন। তাঁদের দাবি, প্রকৃত অপরাধী যারা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষেভাবে যারা জড়িত তাদের সকলকে গ্রেফতার করতে হবে। আর কারা জড়িত, সেই প্রশ্ন বার বার তোলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট সহ একাধিক নাগরিক সংগঠন ফের রাস্তায় নামতে শুরু করেছেন। শিয়ালদা কোর্ট চত্বর থেকে এই মিছিল বের হয়।

সঞ্জয় রায় ছাড়া আর কারা জড়িত সেটাকে সামনে আনতে হবে। না হলে অভয়ার আত্মা শান্তি পাবে না। বলেন এক চিকিৎসক।সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তারপর কী বললেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

কুণাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, কিছু বাম, কিছু অতিবাম, একাংশের চিকিৎসক যেভাবে মানুষের আবেগকে বিপথে চালিত করছিলেন, আজকের রায়ে প্রমাণিত হল কলকাতা পুলিশের তদন্ত সঠিক পথে ছিল, মাঝপথে সিবিআইকে দেওয়া হয়েছিল, সিবিআই তদন্ত, কলকাতা পুলিশের তদন্তটাই মান্যতা পেয়েছে। জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ।রায়ের পরে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলেছেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও। সুকান্ত বলেন, কলকাতা পুলিশের হাতে তদন্তভার ছিল। এরপর সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার গিয়েছে। তথ্য প্রমাণ কোথায় গেছে তা নিয়ে আমাদের যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। আপাতত সঞ্জয় রায় শুধু ধরা পড়ল। যদি সঠিক তথ্য প্রমাণ থাকত তাহলে আর কী হত তবে সেটা বোঝার মতো পরিস্থিতিতে তো আমরা নেই।

কার্যত সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার যাওয়ার আগে তথ্য প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে বলে আগেই বিজেপি নেতৃত্ব বার বারই দাবি করেছিলেন। এদিন রায় ঘোষণার পরে ফের সেই একই দাবি তুলে দিলেন তাঁরা।

আমরা আরও খুশি হতাম যদি সন্দীপ ঘোষ ও বিনীত গোয়েলকে অভিযুক্ত হিসাবে ঘোষণা করা হত। জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।

জুনিয়র ডাক্তাররা ইতিমধ্যে মিছিল বের করেছেন। তাঁদের দাবি, প্রকৃত অপরাধী যারা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষেভাবে যারা জড়িত তাদের সকলকে গ্রেফতার করতে হবে। আর কারা জড়িত, সেই প্রশ্ন বার বার তোলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট সহ একাধিক নাগরিক সংগঠন ফের রাস্তায় নামতে শুরু করেছেন। শিয়ালদা কোর্ট চত্বর থেকে এই মিছিল বের হয়।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেরোতম পর্ব)

দুলে,বাগদী প্রভৃতি আদিবাসী। কিছু তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ তীর্থ যাত্রী গোপনে পূজো দেবার জন্য এখানে আসতেন।

এরপর থেকে ৩০০ বছর কালীঘাট বা গঙ্গার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

এরপর কালীঘাট সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া গেল ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের রচিত 'মনসা মঙ্গল' কাব্য থেকে। জানতে পারছি কলিকাতা, বেতোড়, কালীঘাট সম্বন্ধে কিছু কথা। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য তরী ভাগলপুর থেকে সাগরের দিকে চলেছে।

তরী বাইতে বাইতে কয়েকদিন বাদে নানা গ্রাম গঞ্জ পার হয়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ট্রাম্পের অভিষেকে যোগ দিচ্ছেন মুকেশ ও নীতা আম্বানি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আগামী ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের প্রেসিডেন্টের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক উপস্থিত থাকছেন ভারতের ধনকুবের মুকেশ আম্বানি।

সূত্রের খবর, ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে শনিবারই (১৮ জনুয়ারি) ওয়াশিংটনে পৌঁছচ্ছেন মুকেশ ও নীতা আম্বানি। ওই দিন ভার্জিনিয়ার ট্রাম্প ন্যাশনাল গল্ফ ক্লাবে এক আতশবাজি প্রদর্শনী ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন দুজনে। নৈশভোজে ট্রাম্পের হবু মন্ত্রীদের পাশাপাশি ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও হাজির থাকছেন।

অতিথিদের তালিকায় রয়েছেন বিশ্বের সেরা ধনকুবেররা। টেসলা সিইও ইলন মাস্ক, মেট সিইও মার্ক জুকারবার্গ, ই-কমার্স সংস্থা অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস, ফরাসি শিল্পপতি জেভিয়ার নেইলও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। আগামী সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হিসাবে অভিষেকের পরে এক হাই টি-পার্টির আয়োজন করেছেন মেটা কর্ণধার মার্ক জুকারবার্গ। ওই অনুষ্ঠানেও আমন্ত্রিত হয়েছেন মুকেশ ও নীতা।

উল্লেখ্য, সোমবারই (২০ জানুয়ারি) ৪৭তম মার্কিন

এরপর ৫ পাতায়

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পথে শ্রান্ত হয়ে সে বনের মধ্যে বিশ্রামের জন্য একটি বৃক্ষমূলে শয়ন করলে এবং একটু পরেই নিদ্রিত হল। সূর্য অস্ত গেল। এল ভয়ঙ্কর রাত্রি। ব্যাধ জেগে উঠল। ঘোর অন্ধকারে কোন কিছুই কারও দৃষ্টিগোচর হল না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সে একটি শ্রীফলবৃক্ষ অর্থাৎ বিল্ববৃক্ষ পেল। সেই বিল্ববৃক্ষে সে লতা দিয়ে তার মাংসভার বেঁধে রাখল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কলকাতায় মেডিকেল ছাত্রী ধর্ষণ ও খুন, আলোচিত সেই মামলার রায় ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বহুল আলোচিত কলকাতার আরজিকর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীকে (অভয়া, নাম পরিবর্তিত) ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করা হলো সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে। শনিবার দুপুরে আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস অভিযুক্ত সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করেন।

এদিন মাত্র ১২ মিনিটের শুনানিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ ধারায় ধর্ষণ, ৬৬ ধারায় ধর্ষণের সময় আঘাত করে মৃত্যুর সম্ভাবনা এবং ১০৩(১) ধারায় খুনের অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আগামী সোমবার তার সাজা ঘোষণা হবে। সেক্ষেত্রে সর্বোর্চ্চ শাস্তি হতে পারে ফাঁসি এবং সর্বনিম্ন সাজা হতে পারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

তবে আগের মত শনিবারও তাকে দোষী সাব্যস্ত করার আগে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ফের একবার নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। বিচারক বলেন, 'সিবিআই যা প্রমাণ দিয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আপনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। আপনাকে শাস্তি পেতেই হবে।' জবাবে সঞ্জয় বলেন 'আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমাকে পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তারা যেরকম বলেছেন আমি সেই মতোই কথা বলেছি। কারণ আমার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। যদি এরকম কোন কোন ঘটনা ঘটতো তাহলে সেই মালা ছিঁড়ে যেত।' সঞ্জয়ের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক বলেন 'আগামী সোমবার আপনার বক্তব্য শোনা হবে।'

এদিন সাজা ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা সহ আত্মীয় পরিজন।

২০২৪ সালের ৯ আগস্ট আরজিকর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হয় পোস্ট গ্যাজুয়েট ট্রেইনি ছাত্রীর লাশ। অভিযোগ ওঠে কর্মরত অবস্থায় ওই নারী শিক্ষার্থীকে প্রথমে ধর্ষণ ও পরে খুন করা হয়। এরপরই শোরগোল পরে যায় গোটা ভারত জুড়ে। ঘটনার তদন্ত নেমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তারা। ঘটনাস্থান থেকে বেশ কিছু তথ্যপ্রমাণও সংগ্রহ করেছিল কলকাতা পুলিশ। পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এই মামলার তদন্তভার যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি সিবিআই'-এর হাতে। পরবর্তীতে তদন্ত চালিয়ে সিবিআইও সঞ্জয় রায়'কেই একমাত্র অভিযুক্ত বর্ণনা করে চার্জশিট দেয়। সেক্ষেত্রে ওই নৃশংস ঘটনার ৫ মাস ৯ দিন পর শনিবার সঞ্জয় রায়কেই দোষী সাব্যস্ত করা হলো।

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৪ পাতার পর)

ট্রাম্পের অভিষেকে যোগ দিচ্ছেন মুকেশ ও নীতা আম্বানি

প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতারা হাজির থাকছেন। ভারতের পক্ষে হাজির থাকছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। চীনের তরফে হাজির থাকছেন দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন হোয়াইট হাউস সংলগ্ন এলাকা।

(২ পাতার পর)

মমতার বিরুদ্ধে গিয়ে এনকাউন্টার করেছে পুলিশ'

করে ফের গুলি চালায় সাজ্জাক। পালটা গুলি চালান পুলিশ আধিকারিকরা। গুলি লাগে সাজ্জাকের পেয়ে ও পায়ে। এর পর ইসলামপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পুলিশ ৩ - ৪ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে বলে সূত্রের খবর।এদিন অর্জুন সিং বলেন, 'এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাননি।পুলিশের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছিল বলে এনকাউন্টার করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে এনকাউন্টার করেছে পুলিশ। এটা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব খুশি হবেন না। কারণ ওনার ভোটব্যাঙ্কের ওপরে থাবা পড়েছে। কিন্তু পুলিশ শুধু নিজের গায়ে হাত পড়লেই এনকাউন্টার করবে এটা ঠিক নয়। সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হলেও পুলিশের এরকম পদক্ষেপ করা উচিত।'

শনিবার ভোরে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে সাজ্জাক আলম নামে এক দুষ্কৃতীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। গত বুধবার ইসলামপুর আদালত থেকে রায়গঞ্জ জেলে ফেরার সময় ২ পুলিশকর্মীকে গুলি করে পালিয়েছিল সে। তার পর তার সন্ধান দিতে পারলে ২ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল পুলিশ।

ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন না জাস্টিন ট্রুডো

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন না কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। শুধু তা-ই নয়, ওই অনুষ্ঠানে কোনও প্রতিনিধিও পাঠাবেন না তিনি।

আগামী ২০ জানুয়ারি সোমবার ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন। এ উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। তবে প্রতিবেশী দেশ কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন না। জানা গেছে, জাস্টিন ট্রুডো সেদিন ব্যস্ত থাকবেন তার মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের নিয়ে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডার প্রোডাক্টের ওপর ট্যারিফ আরোপের যে হুমকি দিয়েছেন সেটি কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তার ওপর আলোচনা নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকবেন।

তবে আলবার্টার প্রিমিয়ার ডানিয়েল স্মিথ সে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছেন এবং সেখানে তিনি যোগ দেবেন। গত সপ্তাহে দানিয়াল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করে কিছুটা সময়ও ব্যয় করেছেন তার সঙ্গে।

অন্যদিকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো কানাডার সব প্রিমিয়ারদের নিয়ে মিটিং করেছেন। সেখানে তিনি সব প্রিমিয়ারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন যে, কীভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পদক্ষেপের পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়া যায় বা তা মোকাবিলা করা যায়। ট্রুডোর ডাকা মিটিংয়ে সব প্রিমিয়াররা একমতে পৌঁছালেও কানাডার আলবার্টার প্রিমিয়ার ডানিয়েল স্মিথ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এমনকি যৌথ স্টেটমেন্টেও তিনি স্বাক্ষর করতে রাজি হননি। অন্যদিকে তিনি আগামী সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন।

জানা গেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে মেটা এবং আমাজন ১ মিলিয়ন ডলার করে অনুদান দিচ্ছে। ওপেন এআই সিইও স্যাম আল্টম্যান ব্যক্তিগতভাবে দিচ্ছেন ১ মিলিয়ন ডলার।

অভিষেক অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পছন্দ ডান, অতি ডানপন্থি পপুলিষ্ট নেতারা। বেছে বেছে তিনি তেমন নেতাদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অনেক বছর পর প্রথমবারের মতো বিদেশি সরকার প্রধানরা মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিষেকে যোগ দিচ্ছেন।

(৫ পাতার পর)

কলকাতায় মেডিকেল ছাত্রী ধর্ষণ ও খুন, আলোচিত সেই মামলার রায় ঘোষণা

এই ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তথ্য প্রমান লোপাটের অভিযোগে আরজি কর মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ ও কলকাতার টালা থানার সাবেক ওসি অভিজিৎ মন্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই। যদিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালত তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা না দেওয়ার কারণে তারা উভয়ে জামিন পেয়ে যান। এই মামলায় মোট ৫০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল নিম্ন আদালতে।

এই ঘটনার ন্যায় বিচার চেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে নামে চিকিৎসক, নাগরিক সমাজ। গত ১৪ আগস্ট 'মেয়েদের রাত দখলের' রাতেই কার্যকর মেডিকেল কলেজে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। আর তারপর থেকে এই আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। অভিযোগ, তথ্য প্রমাণ লোপাট করতেই সুপরিকল্পিতভাবে আরজি করে ভাঙচুর চালানো হয়েছিল।

এদিন আদালতে প্রবেশের আগে নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা'য়ের গিলাতেও একরাশ হতাশা ঝরে পড়ে। তারা উভয়েই জানান 'আমরা সবকিছুই হারিয়েছি। নতুন করে আর কিছুই পাওয়ার নেই। এখন বিচারক যদি সঠিক রায় দেন আমার মেয়ের আত্মাটা হয়তো একটু শান্তি পাবে।'

মা বলেন 'সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ওরই সাজা ঘোষণা হবে, বিচারক যেটা ভালো মনে করবেন তাই হবে। এটাতে আমাদের আশা বা নিরাশার কিছু নেই কারণ তদন্ত এগোচ্ছে। সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেবে ফলে বিচার প্রক্রিয়াও থেমে থাকবে না, তদন্তও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। ফলে এই ঘটনার পিছনে অন্য যারা জড়িত রয়েছে তারাও একদিন ধরা পড়বে, সাজা হবে।'

(৩ পাতার পর)

সিবিআই অফিসার সীমা পাহুজা আসলে কে?

আসুন জানা যাক তাঁর আসল পরিচয়।

কে এই সীমা পাহুজা?

হাথরস-কাণ্ডে সিবিআইয়ের ১৪ সদস্যের বিশেষ দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই CBI আধিকারিক সীমা পাহুজা (Seema Pahuja)। হিমাচল প্রদেশের গুড়িয়া মামলার তদন্তের দায়িত্বেও ছিলেন। সাহসের সাথে এবং নির্ভীকভাবে নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকার কারণে অফিসার হিসেবে ২০১৪ সালের ১৫ অগস্ট পুলিশ মেডেলও পেয়েছিলেন সীমা। এই কারণেই হাই প্রোফাইল আরজি কর মামলার শুরু থেকেই তদন্তের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল তাঁর কাঁধে।

আজ আরজি কর কাণ্ডের রায়দানের সময় আদালত চত্বরে সীমা পাহুজা অনুপস্থিত থাকায় অনেকেই গত বছরের ৬ সেপ্টেম্বরের প্রসঙ্গ টেনে তুলনা করছেন। কি হয়েছিল ঐদিন? আরজিকর মামলার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। পরে এই ঘটনা তদন্তভার দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর হাতে। শিয়ালদা আদালত সঞ্জয়কে ১৪ দিনের জন্য জেলে হেফাজতে পাঠিয়েছিল সেই মেয়াদ শেষে গত ৪ সেপ্টেম্বর সঞ্জয় রায়কে আদালতে হাজির করে কেন্দ্রে সংস্থার আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছিল ওই দিন ৪০ মিনিট পর বিচারকের এজলাসে এসেছিলেন সিবিআই-এর আইনজীবী। ওই ঘটনায় বিচারকের পাশাপাশি সিবিআই এর আইনজীবীর অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন অন্যান্য আইনজীবীরাও। আর আজ সিবিআই-এর হাইপ্রোফাইল আধিকারিক সীমা পাহুজার অনুপস্থিতি নিয়েও সেই একই প্রশ্ন তুলছেন আইনজীবীদের একাংশ। যদিও সিবিআই সূত্রে বলা হচ্ছে সীমা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় যুক্ত রয়েছেন। এছাড়া তথ্যপ্রমাণ লোপাটের মামলাও এখনও বাকি রয়েছে। তাই তার এই অনুপস্থিতিকে এত বড় করে দেখার কিছু নেই বলেই দাবি করা হচ্ছে।

সিনেমার খবর

আমার অনেক সিনেমা আমি নিজেই কখনো দেখিনি : শাহরুখ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শাহরুখ খান, তিনিই যেন এখন বলিউডের কাণ্ডারি। বক্স অফিসে একের পর এক সাফল্যে বলিউডের বাদশা বনে গেছেন তিনি। তবে জানেন কি, মোটা টাকা খরচ করে যে সিনেমা দেখার জন্য দর্শকেরা প্রেক্ষাগৃহে ভিড় জমান, সেই সুপারস্টার নিজের সিনেমা নিজেই দেখতে যান না প্রেক্ষাগৃহে?

একবার এক সাক্ষাৎকারে নিজেই এই রহস্য ফাঁস করেছিলেন শাহরুখ। বলেছিলেন, নিজের সিনেমা নিজেই দেখতে যাওয়া মানে নিজের সাক্ষাৎকার নিজে আর একবার পড়ে ফেলার মতো। নিজের পিঠ নিজে চাপড়ে ফেলার মতো।

শাহরুখ খান বলেন, আমি প্রাথমিকভাবে সিনেমা দেখতে যেতাম। কিন্তু দেখতাম, হয়তো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশে খুব ভালো একটা সংলাপ বলছি আমি, সেটি হয়তো কেউ মন দিয়ে দেখছেই না। আমি তখন খুব অস্থির হয়ে পড়ি। কেউ হয়তো পপকর্ন খাচ্ছেন, কেউ ফোন দেখছেন, কেউ হয়তো আবার তার সঙ্গে যিনি গিয়েছেন তার সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। তখন আমার মনে হতো, ইস, ভালো জায়গাটা তো মিস হয়ে গেল, দেখলেন না। এরপর তো বেরিয়ে বলবেন সিনেমা ভালো হয়নি।

তিনি বলেন, এই জায়গা থেকে আমি সিনেমা দেখতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আরও একটা মজার বিষয় হলো, আমি যে অংশটা হয়তো খুব মন দিয়ে করেছি, যেখানে আমার মনে হয়েছে আমি দারুণ করলাম, সেখানে হয়তো দর্শকদের তেমন একটা প্রতিক্রিয়া হলো না। আর যে অংশটায় আমি তেমনভাবে গুরুত্বই হয়তো দিইনি, মনে হয়েছে সময়ের অভাবে পরিচালক 'ওকে' বলে দিয়েছেন, সেখানে দেখি দর্শকদের উচ্ছ্বাস। আসলে একটা সময়ের পর আমি বুঝতে পারি, আমরা যেভাবে সিনেমাকে দেখি, সকলে তো সেভাবে দেখবে এমনটা নয়। তারা যাচ্ছেন আনন্দ করতে...। তাই ছেড়ে দিয়েছি। আমার এমন অনেক সিনেমা রয়েছে যা আমি আজ পর্যন্ত একবারও দেখিনি।

ইন্দ্রনীল ১৫ বছরের দাম্পত্য বাঁচাতে চায়নি: বরখা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

১৫ বছর দাম্পত্য জীবন পার করার পর ২০২১ সালে বিচ্ছেদের কথা শোনা যায় টালিপাড়ার চর্চিত দম্পতি বরখা বিস্ত ও ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তের। তিন বছর ধরেই তারা নাকি আলাদা থাকছেন। পাকাপাকিভাবে বিচ্ছেদ এখনও বাকি। আইনি প্রক্রিয়া চলছে। তবে টালিউডে জোড় গুঞ্জন, এই দম্পতির মাঝে নাকি তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। তিনি আবার টলিপাড়ার মিষ্টি নায়িকা। যদিও সেই নায়িকা 'তৃতীয় ব্যক্তি' হওয়ার তত্ত্ব নাকচ করেছেন।

এতদিন সম্পর্কে ভাঙন নিয়ে মৌনতা বজায় রাখলেও সম্প্রতি বরখা নিজের দাম্পত্য নিয়ে মুখ খুলেছেন। সম্প্রতি বরখা দাবি করেন, তিনি বিয়েটা বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রনীল বিবাহবিচ্ছেদ চেয়েছিলেন বলেই তাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়েছেন। স্ত্রী বরখার এমন দাবি শুনে কী বললেন ইন্দ্রনীল?

এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রনীল কলকাতার গণমাধ্যমকে বলেন, 'বরখা যা মনে হয়েছে বলেছেন। আমার দাম্পত্য জীবন নিয়ে বাইরে কোনও কথা বলতে চাই না।'

এই মুহূর্তে বাংলা ছবিতে পর পর বেশ কিছু কাজ করছেন ইন্দ্রনীল। মুম্বই-কলকাতা যাতায়াতও অব্যাহত। মেয়ে মীরার সঙ্গে সময় কাটানোর নানা ছবি সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেন ইন্দ্রনীল।

অন্যদিকে, 'খাদান' ছবির মাধ্যমে বাংলা ছবিতে বেশ অনেক বছর পর প্রত্যাবর্তন করেছেন বরখা। এক সময় ইন্দ্রনীলকে ঘিরে আবর্তিত ছিল বরখার জীবন। তবে এখন নিজেকে গুছিয়ে নিতে শিখে গিয়েছেন। যদিও শেষে অবশ্য বরখা জানান, হয়তো যা হয়েছে ভালই হয়েছে। তিনি নিজেকে গোছানোর সময় পেয়েছেন।

আমি কতটা রোমান্টিক আমার স্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন: আমির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বয়সের গণ্ডি ৬০ পেরিয়েও এখনো আগের মতো রোমান্টিক বলিউড হিরো আমির খান। সম্প্রতি ছেলের অভিনীত সিনেমা 'লাভিয়াপা'র ট্রেলার উদ্বোধনীতে এসে প্রেম নিয়ে খোলামেলা মন্তব্য করেন নায়ক। প্রেম প্রসঙ্গে দুই স্ত্রীর কথাও সেখানে টেনে আনলেন।

জুনায়েদ খান এবং খুশি কাপুর অভিনীত 'লাভিয়াপা' ছবির ট্রেলার প্রকাশ হয়েছে। সেই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমির খান। রোমান্টিক গল্পের মাধ্যমে প্রথমবার পর্দায় আত্মপ্রকাশ ঘটতে যাচ্ছে আমিরের ছেলে জুনায়েদের। এদিকে বছরের পর বছর রোমান্টিক সিনেমায় অভিনয় করার পর প্রেম নিয়ে খোলামেলা কথা বললেন আমির খান।

আমির খান বলেন, আমি অনেক রোমান্টিক মানুষ। হয়ত এই কথাটি

বলিউড হিরো আমির খান।

আপনার বোকা বোকা লাগবে। কিন্তু সত্যি আমি কতটা রোমান্টিক তা আপনি আমার দুই স্ত্রীর থেকে জেনে নিতে পারেন। শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, আমি রোমান্টিক সিনেমা দেখতে ভীষণ পছন্দ করি।

আমির খান বলেন, আপনি যত বয়স্ক হবেন তত আপনি জীবনকে, আপনার চারপাশের মানুষকে বুঝতে শিখবেন। আপনি কী কী ভুল করেছেন, আপনার মধ্যে কি ভুল ত্রুটি রয়েছে, সব কিছুই বুঝতে শিখবেন আপনি। আপনি বুঝতে পারবেন আপনার জীবনসঙ্গী সেই হতে পারবে যার সঙ্গে আপনি আপনার সারা জীবন নির্দ্বিধায় কাটিয়ে দিতে পারবেন।

১৯৮৬ সালে অভিনেত্রী রিনা দত্তর সঙ্গে ভালোবেসে প্রথমবার সংসার বাঁধেন আমির খান। তাদের দাম্পত্য জীবনে দুই সন্তান- জুনায়েদ ও ইরা। ২০০২ সালে এই দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

রিনার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর কিরণ রাওয়ের সঙ্গে আমিরের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। এই অভিনেতার 'লগান' সিনেমার সেটেই তাদের পরিচয় হয়। এক সময় বন্ধুত্ব থেকে প্রেম এবং ২০০৫ সালে এই জুটির বিয়ে হয়। এ সংসারে আজাদ রাও খান নামে একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। ২০২১ সালের ৩ জুলাই যৌথ বিবৃতিতে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন এই যুগল।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইংল্যান্ডের রণকৌশল: টুখেলের নতুন মিশন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইংল্যান্ডের ফুটবল এখন এক নতুন অধ্যায়ের সামনে। নতুন কোচ টমাস টুখেল দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মাঠে নেমে পড়েছেন তার পরিকল্পনা সাজাতে। সদ্য সাবেক কোচ গ্যারেথ সাউথগেটের নেতৃত্বে সফল আট বছর পার করার পর, টুখেলের সামনে রয়েছে একটি নতুন দলে রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ। তার লক্ষ্য ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য একটি শক্তিশালী দল গঠন।

জার্মান এই কৌশলী কোচ ইতোমধ্যেই প্রিমিয়ার লিগের চারটি ম্যাচে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করেছেন। মার্চে আসন্ন আলবেনিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের আগে টুখেলকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ থাকবে ইংল্যান্ড দলের গঠন এবং তার রণকৌশল।

বাঁ-দিকের রক্ষণভাগে শূন্যতা: টুখেলের সামনে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ বাঁ-দিকের রক্ষণভাগে একজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় খুঁজে বের করা। লুক শ এবং বেন চিলওয়েল-দুই মূল খেলোয়াড়ই ফর্মহীন এবং ইনজুরির শিকার। শ সামান্য ইনজুরি কাটিয়ে ফেরার চেষ্টা করলেও চিলওয়েল মৌসুমে খুব কমই মাঠে নামার সুযোগ পেয়েছেন।

এই সংকট কাটাতে নিউক্যাসলের লুইস হল এবং ইপসউইচের লেইফ ডেভিসের দিকে নজর দিয়েছেন টুখেল। বিশেষ করে ডেভিস, ২৫ বছর বয়সী এই উইং ব্যাক তার ক্লাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হিসেবে চারটি গোলে অবদান রেখেছেন।

লিয়াম ডেলাপের জন্য সুযোগ? : স্ট্রাইকার পজিশনে তরুণ লিয়াম ডেলাপ ইতোমধ্যেই প্রিমিয়ার লিগে নজর কেড়েছেন। ২১ বছর বয়সী এই ফুটবলার বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ স্কোরিং ফরোয়ার্ডদের একজন। ১৯ ম্যাচে ১০ গোলের পাশাপাশি বেশ কিছু গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন। তার ফর্ম অব্যাহত থাকলে হ্যারি কেনের বিকল্প হিসেবে তাকে বিবেচনা করতে পারেন টুখেল।

রণকৌশলের প্রশ্ন: টুখেলের কৌশলগত বহুমুখিতা তাকে বিশ্বের সেরা কোচদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে ইংল্যান্ড দলে কোন ফরমেশনে তিনি খেলবেন, সেটি এখনও অনিশ্চিত। সাউথগেটের সময়ে তিনজন ডিফেন্ডারের ফরমেশন জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু টুখেল বরুশিয়া ডর্টমুন্ড এবং পিএসজিতে ৪-২-৩-১ এবং ৪-৩-৩ ফরমেশনে সফল হয়েছেন।

ইংল্যান্ডের বিপুল আক্রমণাত্মক শক্তিকে কাজে লাগাতে চাইলে টুখেলকে দলে ভারসাম্য আনতে হবে। তবে বাঁ-পাশের ডিফেন্ডার এবং উইং-ব্যাকের অভাব তার জন্য একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

ফোডেন নাকি পামার?: ইংল্যান্ডের আক্রমণভাগে ফিল ফোডেনের জায়গা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ইউরো ২০২৪-এ ফোডেনের ফর্ম নিয়ে সমালোচনা হলেও চেলসির কোলে পামার দুর্দান্ত ফর্মে আছেন। পামারের পারফরম্যান্সে টুখেলের আস্থা থাকলেও ফোডেনকে দলে জায়গা পেতে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

সানচোর প্রত্যাবর্তন?: ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে চেলসিতে চলে এসে জাদন সানচো আবার নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছেন। তার বর্তমান ফর্ম তাকে জাতীয় দলে ফিরিয়ে আনার একটি সুযোগ তৈরি করেছে। সানচো যদি এই ফর্ম ধরে রাখতে পারেন, তবে মার্চে তাকে দলে দেখা যেতে পারে।

বেন হোয়াইটের সমস্যা সমাধান: আর্সেনালের ডিফেন্ডার বেন হোয়াইট দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দল থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। টুখেল ইতোমধ্যেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। যদি হোয়াইট তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন, তবে তিনি হতে পারেন ইংল্যান্ডের রক্ষণভাগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

ইংল্যান্ডের নতুন দিশা: নতুন কোচ টমাস টুখেল ইংল্যান্ডের দলকে একটি নতুন দিশায় পরিচালিত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। অভিজ্ঞতার মিশ্রণ এবং তরুণ প্রতিভা দিয়ে তৈরি করা দল কেমন পারফর্ম করে, তা নির্ধারণ করবে আসন্ন বিশ্বকাপের ভাগ্য। তবে এর জন্য টুখেলকে নিতে হবে বেশ কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত, যা হতে পারে ইংল্যান্ড ফুটবলের ভবিষ্যৎ গড়ার প্রধান চাবিকাঠি।

'হিন্দি রাষ্ট্রভাষা নয়', অশ্বিনের মন্তব্য ঘিরে ভারতে উত্তেজনা তুঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

'এক দেশ, এক ভাষা' হিসেবে হিন্দিকে তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। তবে হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর বারবার রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস নতুন কিছুই না। এবার সেই ইতিহাস আরো একবার স্মরণ করালেন তামিলনাড়ু থেকে উঠে আসা রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সদ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো তারকা এই ক্রিকেটার সাফ জানালেন, 'হিন্দি ভারতের শুধু সরকারি ভাষা, রাষ্ট্রভাষা নয়।'

সম্প্রতি চেন্নাইয়ে একটি কলেজের অনুষ্ঠানে গিয়ে এমন মন্তব্য করেন তিনি। এরপর থেকেই তার এই মন্তব্য ঘিরে জোর আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

সেখানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অশ্বিন বলেন, 'কেউ যদি ইংরেজি বা তামিল ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য না হন, তাহলে হিন্দিতে প্রশ্ন করতে পারেন।'

এ সময়ে তার মুখে এমন কথা শুনে অনুষ্ঠানস্থল খানিকটা স্তব্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি লক্ষ্য করে স্পষ্ট করে অশ্বিন বলেন, 'আমার মনে হয়, এটা বলা উচিত। হিন্দি কিন্তু আমাদের জাতীয় ভাষা নয়। এটা আমাদের কাজের ভাষা।'

এর আগে, অনুষ্ঠানে কথা বলার জন্য মঞ্চে উঠে, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কতজন ইংরেজি, তামিল এবং হিন্দি জানেন; শুরুতেই তা জেনে নেন অশ্বিন।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এখানে ইংরেজি কতজন বোঝে?' সে সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশ চিৎকার করে জানান যে তারা ইংরেজি বোঝেন। এরপর তামিল নিয়ে প্রশ্ন করেন অশ্বিন। সেখানেও বেশ সাড়া পাওয়া যায়।

সবশেষে অশ্বিন বলেন, 'হিন্দি কতজন বোঝে?' এবার শিক্ষার্থীদের চিৎকারের আওয়াজটা অনেকটাই কম হয়। এরপরই অশ্বিন বলেন, 'হিন্দি আমাদের সরকারি ভাষা, রাষ্ট্রভাষা নয়।'

উল্লেখ্য, ভারতীয় সংবিধানে হিন্দিকে দেশটির 'সরকারি ভাষা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রতি বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর হিন্দি দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ ছাড়া ১৯৩০-৪০ সালে তামিলনাড়ুর স্কুলগুলোতে হিন্দি ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়। সেই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন তামিল জনতা। তাদের দাবি ছিল, যেকোনো জাতির নিজস্ব ভাষা হলো ওই জাতির পরিচয়।

ইংলিশ লিগ কাপ স্লট-ডাইক বেজায় নাখোশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বীরদর্পে ছুটে চলা লিভারপুলের হঠাৎ ছন্দপতন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট হারানোর পর এবার টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে হেরেছে তারা। বুধবার সেমিফাইনালের প্রথম লেগে টটেনহ্যামের মাঠে ১-০ গোলে হেরে গেছে আনফিল্ডের দলটি। পরাজয়ের ম্যাচের রেফারির একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট ও ডিফেন্ডার ভার্জিল ফন ডাইক।

টটেনহ্যাম স্টেডিয়ামে এদিন ৮৬ মিনিটে স্বাগতিকদের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন লুকাস বার্জভাল। ১৮ বছর বয়সি এ সুইডিশ মিডফিল্ডারের দলের জার্সিতে প্রথম গোল ছিল এটি। আর তিনিই স্লট-ভার্জিলের রাগের মূল কারণ। আগেই একবার হলুদ কার্ড দেখা বার্জভাল লিভারপুল ডিফেন্ডার কস্তাস সিমিকাসকে স্লাইডিং ট্যাকল করে ফেলে দেন। ফাউলটা মারাত্মকই ছিল। তার পরও রেফারি স্টুয়ার্ট অ্যাটওয়েল কার্ড না দিয়ে লিভারপুলকে কাউন্টার অ্যাটাক করার সুযোগ করে দেন।

ম্যাচ শেষে লিভারপুল কোচ দলের হারের কারণ হিসেবে রেফারির 'ভুল'কেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আজকের ফলে ওই সিদ্ধান্তের (কার্ড না দেখানো) বড় ভূমিকা আছে। চতুর্থ রেফারি আমাকে বলেছেন, কেন তার কাছে এটাকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখানোর মতো ফাউল মনে হয়নি। তিনি সম্ভবত ওই যুক্তি আবার রেফারির কাছ থেকে শুনেছেন। ওই পরিস্থিতিতে যেকোনো কোচই ফ্রিকিকের চেয়ে হলুদ কার্ডই চাইবেন রেফারির কাছে।'

ফন ডাইকের কণ্ঠেও এ নিয়ে হতাশা ঝরেছে। তিনি বলেছেন, 'অবশ্যই সেটা দ্বিতীয় হলুদ কার্ড হতো। ঘটনাটা প্রায় পরিষ্কার এবং এর ১ মিনিট পরই সে (বেরিভাল) জয়সূচক গোলটি করে। বিষয়টা ঠিক এমনই। আমার মতে, রেফারি একটা ভুল করেছে এবং আমি তাকে সেটা বলেছিও। যদিও তিনি তেমনটা ভাবেন না। ঘটনাটা প্রায় পরিষ্কার এবং সাইডলাইনের সবাই সেটা জানে।'

তবে শুধু ওই কারণেই নিজেদের হারতে হয়েছে, এমনটাও অবশ্য দাবি করছেন না ডাচ ডিফেন্ডার ফন ডাইক, 'সেখানে একজন লাইনসম্যান ছিল, চতুর্থ অফিসিয়াল ছিল, ভিএআরও... তার পরও সে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড পায়নি। আমি বলছি না যে, এ কারণেই আমরা হেরেছি। তবে খেলায় এটা একটা বড় মুহূর্ত ছিল।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR